ডি লুক্স পিক্‌চার্সের

অভয়ের বিয়ে

3-4-42

ডি লুক্স পিক্‌চার্সের নিবেদন

অভয়ের বিয়ে

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

উপন্যাস অবলম্বনে

★

পরিবেশক ঃ

ডি লুক্স্ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভয়ের বিয়ে

ভূমিকালিপি ঃ

ছায়া দেবী	
অহীন্দ্র চৌধুরী	
রেখা মিত্র	মায়া বসু
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	তারা ভাদুড়ী
ছবি বিশ্বাস	কমলা অধিকারী
জিতেন গাঙ্গুলী	কল্পনা দেবী
কানু বন্দ্যো (এঃ)	রবি বিশ্বাস
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়	হেম গুপ্ত
কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	বীরেন ভঞ্জ
প্রভাত চট্টোপাধ্যায়	সত্যেন ঘোষাল

ননী মজুমদার, উমা ভাদুড়ী, বিজলী মুখো প্রভৃতি

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা :	**সুশীল মজুমদার**
গীত-রচনা :	প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুর :	কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্ম্মণ
সঙ্গীত পরিচালনা :	রবীন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা :	ননী মজুমদার
সম্পাদনা :	সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশক :	অরবিন্দ দত্ত
সহকারী পরিচালনায় :	নির্ম্মল তালুকদার, জিতেন গাঙ্গুলী, বিনয় বর্দ্ধণ
ব্যবস্থাপনায় :	ভানু ভট্টাচার্য্য

অরোরা ষ্টুডিওতে
= গৃহীত =

প্রযোজক : **খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী

হঠাৎ জ্যাঠামশাই মারা গেলেন—অভয়ের জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাইরা চিরকাল থাকেন না,—সময় হলে সকলের জ্যাঠামশাই-ই মারা যান। তাতে দুঃখ পেতে হয় কিন্তু পৃথিবী অচল বোধহয় হয় না।

কিন্তু তাঁরাত অভয়ের জ্যাঠামশাই নয়।

ছেলেবেলা সে বাপকে হারিয়েছে। তারপর জ্যাঠামশাই ছাড়া অভয় কিছু জানে না। কিছু জানবার সুযোগ সে পায়নি। নিজের স্নেহে ও পালনে সমস্ত পৃথিবী তার কাছ থেকে আড়াল করে রেখে জ্যাঠামশাই তাকে একাধারে মানুষ ও অমানুষ করে তুলেছেন। অভয়ের যেমন রূপ তেমনি গুণ। এম. এস্‌সিতে সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট কিন্তু যে কোন সাংসারিক বা সামাজিক ব্যাপারে সে একেবারে অকর্ম্মণ্য, আনাড়ি, গোবেচারী। মানুষের সামনে মুখ তুলে কথা কইতেও তার হৃদকম্প হয়। নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণাটুকুর বাইরে সমস্ত জগৎ তার কাছে বিভীষিকা।

সুতরাং জ্যাঠামশাই না থাকায় অভয় চক্ষে অন্ধকার দেখলে। অভয়ের মা বেঁচে আছেন। কিন্তু তিনি অভয়ের মতই নিরীহ ভালোমানুষ। চিরকাল অভয়ের জ্যাঠাইমার নির্দ্দেশেই তিনি চলেছেন। সে জ্যাঠাইমাও নেই। সুতরাং দুজনেই পড়লেন অকূলপাথারে।

অভয় অগাধ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা দরকার। জ্যাঠামশাইএর পুরাতন বন্ধু এক এর্টনির দরুণ সে দায় থেকে অভয় নিষ্কৃতি পেল কোনরকমে কিন্তু মুস্কিল হ'ল জ্যাঠামশাইএর এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে। জ্যাঠামশাই তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে অভয়ের বিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। মরবার সময়ও অভয়কে বলে গেছলেন সে কথা। জ্যাঠামশাইএর সে প্রতিশ্রুতি রাখবার উপায় কি!

জ্যাঠামশাইএর বন্ধু কান্তি বাবু লক্ষ্ণৌএ ওকালতি করেন। এখন প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে বালিগঞ্জে নিজের তৈরী বাড়ীতে বাস করেন এইটুকু অভয় জানে। তাঁর মেয়েকে সে ছেলেবেলায় বুঝি একবার দেখেছিল। ভাল মনে নেই। এখন সে মেয়ে অনেক বড় হয়েছে, কলেজে পড়ে। কান্তি বাবুর বাড়ীতে সেই মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে যাবার সম্ভাবনায় তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু মার পেড়াপেড়ি, তার ওপর জ্যাঠামশাইএর আদেশ। না গেলে নয়।

অভয় কান্তি বাবুর বাড়ি গেল। হালফ্যাশানের প্রকাণ্ড বাড়ি। ভেতরে যাবার তার প্রথম সাহস হ'ল না। বাইরে থেকে সে দরোয়ানের কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করলে। কিন্তু অভয়ের মুখে একমুখ দাড়ি, (জ্যাঠামশাই তাকে কোন দিন

কামাতে বলেন নি) তার গায়ে সস্তা ছিটের কোট, আর মোটা মিলের ধুতি (জ্যাঠামশাই বিলাসিতা পছন্দ করতেন না)—দরোয়ান তাকে গ্রাহ্য করবে কেন!

অভয় হতাশ হয়ে হয়ত সেদিন ফিরেই আসত; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কান্তি বাবুর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ তার মিলে গেল। কান্তি বাবু অবশ্য তার পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আনন্দে, নিজের মেয়ে মায়ার সঙ্গে তার পরিচয়ও করিয়ে দিলেন, কিন্তু অভয় পড়ল দ্বিগুণ বিপদে। সুন্দরী তরুণী কোন মেয়ের সামনে বসে কি করে কথা বলতে হয় সে জানে না। (জ্যাঠামশাই শেখান নি) কেঁপে, ঘেমে, নেয়ে সেখানে খেয়ে যাবার নিমন্ত্রণ কোন রকমে সেদিনের মত এড়িয়ে সে হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে তখন মায়ার উচ্ছ্বসিত হাসি আর বাধা মানছে না।

কান্তি বাবুর বাড়ির পথ অভয়ের আর না মাড়াবারই কথা। কিন্তু জ্যাঠামশাইএর আদেশ! তাছাড়া—তাছাড়াও আর একটু কারণ ছিল বোধ হয়। সুতরাং অভয় অসাধ্য সাধন করলে। দাড়ি কামাল, ছিটের কোট ছেড়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর দিশী ধুতি মায় এক জোড়া পাম্পসু কিনে এনে পরল—তারপর রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে চড়ে বসল ঝোঁকের মাথায়।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। কান্তি বাবুর বাড়ির কাছে এসে অভয় টের পেলে নতুন সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে আছে বটে কিন্তু উত্তেজনার মাথায় পকেটে পয়সা নিতে ভুল হয়ে গেছে। এখন উপায়!

ট্যাক্সি ড্রাইভার কিছুতেই ছাড়বে না। থানায় নিয়ে যাবেই। অভয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। টানা হেঁচড়ায় তার জামা কাপড় তখন ধুলোয় কাদায় একাকার। এমন সময় ছোট একটি অষ্টিন গাড়িতে এক ভদ্রলোক এসে

তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। ভদ্রলোক যেন চেনা চেনা। তিনি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে চলে যাবার পর অভয়ের মনে পড়ল টাকা কটা ফেরৎ দেবার জন্যে তাঁর ঠিকানাটা জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

তখন কিন্তু আর উপায় নেই। এ অবস্থায় আজ কান্তি বাবুর বাড়িতেও যাওয়া যায় না। অভয় নিঃশব্দে সরে পড়বার চেষ্টাতেই ছিল। হঠাৎ কান্তি বাবুর সঙ্গেই দেখা। তিনি তখন প্রাতঃ ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। একরকম জোর করেই অভয়কে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সুরুটা সুবিধের না হলেও অভয়ের দ্বিতীয় অভিযানটা বোধহয় ভালোভাবেই শেষ হতে পারত। অভয় যেন একটু এখন সহজ হয়েছে, মায়ার মধ্যেও সেই অবজ্ঞা মিশ্রিত কৌতুক আর নেই। বিশেষ করে তার পিসতুত বোন সরমা মাঝে থেকে যেন দুজনের সম্পর্কটা সহজ করে দিতে সাহায্য করেছে।

অভয়ের এই সুখের স্বর্গে হঠাৎ বজ্রপাতের মত অষ্টিন গাড়ির সেই উদ্ধার কর্ত্তার আবির্ভাব। অভয় জানতে পারলে ছেলেটির নাম অজয় এবং কান্তি বসুর বাড়ির সঙ্গে সে ঘনিষ্ট ভাবেই পরিচিত। মায়ার সঙ্গে অজয়ের আলাপের অন্তরঙ্গ ধরণটাই অভয়ের মন ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর সে যখন শুনতে পেলে অজয় পাশের ঘরে তার সেই সকাল বেলার

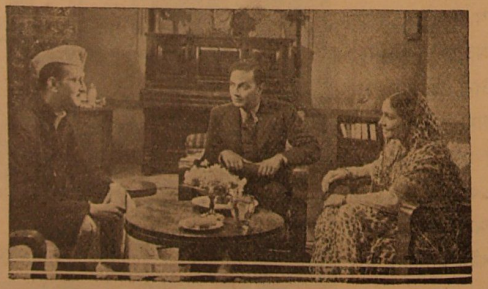

দুর্ঘটনার কাহিনী রসাল করে মায়াকে শোনাচ্ছে তখন এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত্ত থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। যা হোক একটা ছুতো

করে সে কোনরকমে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে।

কিন্তু যাবে সে কোথায়! গল্পের অমোঘ নিয়তি তাকে ছাড়বে কেন! তাই ঘুরে ফিরে আবার মায়ার সঙ্গে তার দেখা হয়। নানা ঘটনার দোলায় কখনও পরস্পরের কাছে কখনও দূরে সরে গিয়েও দুজনের হৃদয়ের যোগ যখন সত্যি গভীর হয়ে উঠেছে মনে হয়, এমন সময় মায়ার একদিনের ব্যবহারে অত্যন্ত আহত হয়ে অভয় কলকাতা ছেড়ে একেবারে লক্ষ্ণৌ গিয়ে সেখানকার কলেজের একটি প্রফেসারি নেয়। বাইরের এ দূরত্ব অবশ্য তাদের পরস্পরের হৃদয়কে আরো কাছাকাছি আনতেই সাহায্য করে। মায়া অনুতপ্ত হয়ে অভয়ের প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। অভয় নিজের ভুল বুঝে একদিন কান্তি বাবুর কাছে মায়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে চিঠি পাঠায়। কিন্তু এই চিঠি থেকেই আর এক সাঙ্ঘাতিক ভুলের সুত্রপাত হয়। মায়ার মনে হয় অভয় বুঝি শুধু তার জ্যাঠামশাইএর আদেশে কর্ত্তব্যের খাতিরেই তাকে বিয়ে করতে চাইছে।

নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে সে অভয়কে চিঠিতে তার প্রত্যাখ্যান জানিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে উত্তেজনার মাথায় সে নিজে এক রকম

যেচেই অজয়কে বিয়ে করবে বলে কথা দেয়। মায়ার চিঠি যখন অভয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তখন সে কলকাতার জন্যে রওনা হয়েছে।

অভয় কলকাতায় ফিরে কান্তি বাবুর বাড়ি আর অবশ্য যায় না। তার এটর্ণির মারফৎ কিন্তু সে জানতে পারে যে কান্ত বাবু জমিজায়গা নিয়ে কারবার করবার হুজুগে পড়ে খুব বেশী ঋণ গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে কান্তি বাবুর বেশীর ভাগ দেনা তার কাছেই। এটর্ণি তার হয়ে সমস্ত কাজ কর্ম্ম চালান বলে অভয় এতদিন একথা জানতে পারেনি।

কান্তি বাবু তাঁর দায় সামলাবার জন্যে আরো কিছু টাকা ধার চান জানতে পেরে অভয় সে টাকা দেবার ব্যবস্থা করে। তার ওপরে গোপনে গোপনে সে কান্তি বাবুর অন্য সমস্ত ঋণও নিজের ঘাড়ে নিয়ে চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

ইতিমধ্যে পথে একদিন কান্তি বাবুর বাড়ির সকলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। মায়া, সরমা ও কান্তি বাবু তাকে জোর করেই বাড়িতে নিয়ে আসেন। মনে যে ব্যথাই থাক্ নিজে বাকদত্তা বলে, মায়া এবার সরমার সঙ্গে অভয়ের বিয়ে দেবার সঙ্কল্প করে। অভয়ের কাছে সে অনুতপ্ত হয়ে নিজের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়ে জানায় যে সে অভয়ের প্রেমের অযোগ্য। সরমার মত মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে হওয়া উচিত।

অভয় অজয়ের সঙ্গে মায়ার বিয়ের কথা এখানেই জানতে পারে। সেই সঙ্গে সে আরো জানতে পারে যে কান্তি বাবুর সঙ্গেই জমি কেনাবেচার ব্যবসায় মার খেয়ে অজয় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত। দেনার দায়ে সে প্রায় ফেরারী। মায়ার বিবাহিত

জীবনে পাছে দারিদ্র্যের গ্লানির স্পর্শ লাগে এই ভয়ে অভয় নিজে থেকে অজয়কে খুঁজে বার করে তার সমস্ত ঋণও নিজে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। কান্তি বাবুকেও

সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করে সে আবার কলকাতা থেকে বাইরে চলে যাবার সঙ্কল্প করে।

গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তবু বাকীটুকু ছবির পর্দ্দায় না দেখলে আফশোষ করতে হবে বলেই মনে হয়।

অভয়ের বিয়ে

= গান =

(১)

আঁধার জলে হঠাৎ কেন ঝিকিমিকি !
দিগন্তে যে চাঁদ উঠেছে দেখিস্‌নিকি ?
কি যেন চায়, জানিনাক,
কেন যে চায়, বুঝিনাক,
শুধু দেখি সারা বুকে
আলোর আখর গেছে লিখি।
ঢেউগুলি আজ সেই খুশীতে টলমল।
দুলে দুলে কেবল বলে, চল চল।
যাব কোথায়, জানিনাক,
কেন যে যাই, বুঝিনাক,
আকাশ জোড়া আলোর ধাঁধায়
হারিয়ে গেছে দিগ্বিদিকই ॥

(২)

কুড়িয়ে মালা গাঁথবে কি না নাই ভাবনা।
আপন খুশী-ই ফোটে ঝরে মোর কামনা।
নাইবা গলায় হোক জড়ান,
ধুলায় তারা থাক্ ছড়ান ;
রাঙাই মাটি না পাই বুকে
ঠাঁই পাবনা ॥

(৩)

মন বলে যে মেলো মেলো
নয়ন বলে,—না।
হৃদয় যারে চেনে সে কি চোখের অচেনা !
দ্বিধার দোলায় তাইত, ভাসি
কাছে গিয়েও ফিরে আসি
ভরসা বুকের পেয়েও
চোখের ভয় যে ঘোচে না ॥
সকল বাধা কাটে শুধু বাড়ায় যদি হাত ;
ঝরার লাগি গোনে পাতা ঝড়ের পদপাত।
বুকের ভাষা, চোখের ভাষা
মিলবে কভু এই দুরাশা
ঘুচবে তখন নিজের সাথে নিজের ছলনা ॥

(৪)

হাঁ এ্যায় দিলে বেতাব উসে ইয়াদ কিয়ে যা
হর্‌দম তু ইসি ইয়াদ্‌সে দিল্ সাদ্ কিয়ে যা
ক্যায়া ফিক্‌র হায় গরজান ভি যায়ে তো বলাশে
সব কুছ তু রহে ইশ্‌ক মে বরবাদ কিয়ে যা
এক্ লুত্‌ফ আজব হায় তেরে আন্দাজ জফামে
তু রোজ নয়া এক সীতম্ ইজাদ কিয়ে যা
হুঁসিয়ার না হো যায়ে কঁহি ইয়ে তেরে সরশার
ইন্ মস্ত নিগাহোঁসে কুছ্ ইরশাদ কিয়ে যা ॥

(৫)

এ কেমন দোলা কে জানে
তীরে বাঁধা তরু, তরী হতে চায়
কোন সুদূরের টানে
সারা নিশি দিন বিবাগী হাওয়ায়
ডালে ডালে তারে ডাক দিয়ে যায় ;
মূল চেনে মাটি, হৃদয় উদাস
তবু সাগরের গানে ॥

(৬)

ভুলবে ভাব, ভুলেছ কি ?
কারে তবে খুঁজে ফের গগন পারে হায় চাতকি ?
উধাও যে মেঘ অস্তাচলে,
তারই ছায়া নয়ন তলে
দিনে দিনে গভীর হয়ে
সজলনীল রয় থমকি।
সব ছলনা চোখের জলে
জানি শেষে যাবে গলে'
চমকে-দেওয়া আলোয় যখন
হবে হঠাৎ চোখোচোখি ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্নানাগারের আস্‌বাবপত্র :

মেসার্স এস্, কে, চক্রবর্ত্তী লিঃ।

ল্যাবরেটারীর সরঞ্জাম :

মেসার্স ষ্টাণ্ডার্ড্ ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ।

শয্যাদ্রব্যাদি :

মেসার্স কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ।

চিত্রাদি :

মেসার্স ডি রতন এণ্ড কোং।

পুস্তকাদি :

মেসার্স বুক সোসাইটী।

মেসার্স বেঙ্গলী হোটেল, লক্ষ্ণৌ।

অট্টালিকার বহির্দৃশ্যাদি :

মেসার্স ন্যাস্‌কো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর
শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্তের সৌজন্যে।

1942

ডি লুক্স
পিক্‌চার্সের
নিবেদন

অভয়ের বিয়ে

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ডি লুক্স্ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
জি, সি, রায় কর্তৃক জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।